আজকের কাগজ

তারিখ 10 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

53

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি সমস্যার সমাধান কোথায়?

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে পাঁচ নম্বর না পাওয়ার কারণটি বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভর্তিচ্ছু ছাত্র–ছাত্রীরা অধিকাংশ ভাল ছাত্র–ছাত্রী এবং দু'টো করে প্রথম বিভাগের অধিকারী– এমনকি এর মধ্যে মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছাত্র–ছাত্রীও আছে। এইসব ছাত্র–ছাত্রী পূর্বের দু'টো পরীক্ষায় সত্তরের ওপর পেলেও ভর্তি পরীক্ষায় কুড়ি পার্সেন্ট নম্বর অর্জনের ব্যর্থতার কারণ কি? এর কারণ পূর্বতন পরীক্ষার ত্রুটিপূর্ণ সিলেবাস। অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রীই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ও কিছু সংখ্যক প্রশ্ন মুখস্ত করে পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর অর্জন করে।

আমাদের দেশে ডিসেম্বর হতেই মা–বাবার সমস্যা ও ব্যস্ততা বেড়ে যায় প্রায় একই সঙ্গে। ছেলে–মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা বর্তমানে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই ডিসেম্বরের অনেক আগে থেকেই ছেলে–মেয়েদের ভর্তির জন্যে বিভিন্ন স্কুলে নিয়মিত ধর্ণা দিতে থাকেন। এক্ষেত্রে বাংলা বা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকে অভিভাবকরা দু'ভাগে নিজেদের বিভক্ত করে. দু'শ্রেণীর স্কুলে নিজেদের ছেলে–মেয়েদের ভর্তি করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। যে শ্রেণীতে তিরিশটা আসন আছে, সেখানে প্রার্থী সাতশ' বা তার বেশি। যে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে তা হল তিরিশটা আসন পূর্ণ হওয়ার পর অবশিষ্ট ছেলে–মেয়েরা কোথায় যায়? অনেক অভিভাবকই একই সঙ্গে ছেলে–মেয়েদের, ভর্তির জন্যে একাধিক স্কুলে ফর্ম পূরণ করে থাকেন। কোন একটি বিদ্যালয়ে ছেলে–মেয়েরা ভর্তি হতে পারলে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এর ব্যতিক্রম হলে তাঁদের মুখ ব্যর্থতায় কালো হয়ে যায়। ছেলে–মেয়েদের এক বছর বাড়িতে বসিয়ে পরের বছর আবার নতুন করে ভর্তির চেষ্টা করতে হয়। এই শ্রেণীর সমস্যার কারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষায়তনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর। এর জন্য করণীয় দিক হল ঢাকার প্রত্যেকটি পাড়ায় একাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠা। স্কুলের সংখ্যা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর সংখ্যার ওপর।

স্কুলে যে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে কলেজে সে সমস্যা যে ছোট এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তার কারণ, ঢাকায় স্কুলের চেয়ে কলেজের সংখ্যা আরো কম বলে সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলা যায়। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ঢাকার যে কোন কলেজের সামনে দাঁড়ালে সমস্যার বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। ভর্তির জন্য অভিভাবকদের ভীড়ে রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। অথচ খুব কম সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রীই যোগ্যতার ভিত্তিতে কলেজে প্রবেশের অধিকার পায়।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র–ছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা অত্যন্ত প্রকট রূপ ধারণ করেছে। তার কারণ, উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছ'টা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে উচ্চ শিক্ষার জন্য অধিকাংশ উত্তীর্ণ ছাত্র–ছাত্রীরাই সুযোগ না পেয়ে কলেজে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে একটি দিক উত্থাপন করা অযৌক্তিক হবে না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় সাভারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় একটু স্বতন্ত্র।

এখানে প্রতিটি বিভাগে অল্প সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি করা হয়। আমাদের দেশে যেখানে ভর্তি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র নিয়ম প্রবর্তনের কোন কারণ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হবে এ সম্পর্কে চিন্তা করে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ। ঢাকা, রাজশাহী, বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও অধিক সংখ্যক আবাসিক হল নির্মাণ করে সেখানে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজনীয়। অল্প সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রীর জন্য বিপুল ব্যয়ভার বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত যে নিয়ম প্রচলিত তা কতখানি বাস্তবসম্মত তা বর্তমানে চিন্তা করার সময় এসেছে। এইচএসসি পরীক্ষার কয়েক মাস পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। তারপর ফর্ম পূরণ, ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া, পরীক্ষা নেয়া ও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর সাক্ষাৎ গ্রহণের সময় পর্যন্ত অনেকগুলো মাস অতিক্রান্ত হয়। বর্তমান প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ছাত্র–ছাত্রীদের অনেকেই নিজেদের পছন্দমত বিভাগ নির্বাচন করতে পারে না। যে বিভাগে তারা যেতে চায় সেখানে প্রবেশের পথ বন্ধের পর তাকে বাধ্য হয়ে অন্য একটি বিভাগ নির্বাচন করতে হয়। এখানে যে সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে তা হল পছন্দমত বিভাগের নির্বাচন সব সময় সম্ভব নয় বলে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য বিষয়ে পাঠ নিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন ছাত্র–ছাত্রীকে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হতে গেলে তাকে লিখিত পরীক্ষায় এগার নম্বর পেতে হবে। অনেক ছাত্র–ছাত্রী যারা প্রকৃতভাবে ইংরেজি পড়তে ইচ্ছুক তারা এগার নম্বরের কম পেলে এ বিভাগে ভর্তি হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় বাস্তব দিক বিচার না করে এমন নিয়ম প্রবর্তন করা হয়, যা ছাত্র–ছাত্রীর প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করে রাখে। এ বছর অনার্স পড়তে ইচ্ছুক ছাত্র–ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে একটি নতুন নিয়ম করা হয়েছে। যারা বাংলা ইংরেজিতে পাঁচ নম্বর পাবে না তারা ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী ছাড়া অন্য কোন বিভাগে ভর্তি হতে পারবে না। এই নিয়ম অযৌক্তিক নয় এজন্য যে, ভর্তিচ্ছুক অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রীই দু'টি প্রথম বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখানে ভর্তির জন্যে আবেদন করে। পাঁচ নম্বর মানে শতকরা কুড়ি পার্সেন্ট। যে সব ছাত্র–ছাত্রী আগের দু'টো পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে আশি বা তার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে তারা কেন পাঁচ নম্বর পাবে না–এই দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে পরে বিবেচনা করা যাবে। হয়েছে বর্তমানে যে প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল যারা বাংলা ও ইংরেজিতে পাঁচ নম্বর পায়নি তারা কোন বিষয়ে ভর্তি হয়েছে! যেসব ছাত্র–ছাত্রী বাংলা ও ইংরেজিতে পাঁচ নম্বর পায়নি তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রীকেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে যেতে হয়েছে। এই বিভাগে সব ছাত্র–ছাত্রীর ভর্তি ইচ্ছাকৃত নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না–বাধ্য হয়েই তাদের এ বিভাগে ভর্তি হতে হয়েছে। যে অঙ্গাঙ্গ প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হতে পারে তা হল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্যে নিজের অপছন্দ বিভাগে ছাত্র–ছাত্রীর ভর্তির জন্য এত আগ্রহ কেন? একি শিক্ষা লাভের জন্যে, না এর পেছনে অন্য কোন কারণ ক্রিয়াশীল আছে?

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরো একটা দিক এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। ইসলামিক স্টাডিজে কোটা পূর্ণ হওয়ার পর বাংলা ও ইংরেজিতে যেসব ছাত্র–ছাত্রী পাঁচ নম্বরের কম পেয়েছে তারা অন্য কোন বিভাগে ভর্তি না হতে পেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। এদের সাক্ষাৎকারে ডাকার সত্তাব্য কারণ সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এদের ভর্তি–পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ দেখলে এ সমস্যা হত না। সমস্যা হচ্ছ অন্য দিক থেকে। বাংলা ও ইংরেজিতে পাঁচ নম্বরের কম পেলে ছাত্র–ছাত্রীরা যে বিভাগে ভর্তির উপযুক্ত সে বিভাগে ছাত্র–ছাত্রীর অভাব দেখা দিত।

এবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বিচার করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে পাঁচ নম্বর না পাওয়ার কারণটি বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভর্তিচ্ছু ছাত্র–ছাত্রীরা অধিকাংশ ভাল ছাত্র–ছাত্রী এবং দু'টো করে প্রথম বিভাগের অধিকারী– এমনকি এর মধ্যে মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছাত্র–ছাত্রীও আছে। এইসব ছাত্র–ছাত্রী পূর্বের দু'টো পরীক্ষায় সত্তরের ওপর পেলেও ভর্তি পরীক্ষায় কুড়ি পার্সেন্ট নম্বর অর্জনের ব্যর্থতার কারণ কি? এর কারণ পূর্বতন পরীক্ষার ত্রুটিপূর্ণ সিলেবাস।

অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রীই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ও কিছু সংখ্যক প্রশ্ন মুখস্ত করে পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর অর্জন করে। এখানে শিক্ষার মাধ্যমের যে ত্রুটি তা দূর করার জন্যে অনেকগুলো করনীয় দিক আছে। প্রথমত, প্রশ্নের ধরন পরিবর্তন, প্রকৃত পাঠদান করছেন কি না তা নির্ণয় করা।

স্কুল ও কলেজ দু'স্তরেই এ দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজনীয়। তার কারণ, বর্তমানে অনেক স্কুল ও কলেজে শিক্ষকরা প্রকৃত পাঠদান না করে নিজেদের বাড়িতে টিউশনির ব্যবস্থা করে থাকেন। এর ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক-উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

এমএসসি ও বিএ পরীক্ষার ফল প্রকাশের দীর্ঘদিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করা হয় বলে স্বাভাবিক সেসন জটের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে জুলাই থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও এখন শিক্ষাবর্ষ শুরুর নির্দিষ্ট কোন সময় নেই।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পদ্ধতি সহজীকরণ ও ভর্তি সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত প্রস্তাব করা যেতে পারে ঃ

১. ঢাকার প্রতিটি অঞ্চলে শিক্ষার্থীর অনুপাত অনুযায়ী স্কুল ও কলেজ স্থাপন।

২. স্কুল ও কলেজে প্রকৃত পাঠদান হয় কিনা তা নিরীক্ষণ ও দোষীদের শাস্তি প্রদান।

৩. বর্তমান প্রচলিত নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির প্রশ্ন বিলুপ্তিকরণ।

৪. সরকারী কলেজে শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে আসন সংখ্যা বাড়ান।

৫. বাংলাদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তির একই নীতি গ্রহণ এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৬. কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ভর্তি–পরীক্ষার পরিবর্তে অন্য কোন সহজতর পদ্ধতি উদ্ভাবন। এক্ষেত্রে আগের মত প্রত্যেকটি বিভাগে ভর্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব।

৭. কলেজে বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার হল নির্মাণ যাতে পরীক্ষার সময় ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৮. প্রতিদিন দিবা ও নৈশ বিভাগ প্রচলন করা সম্ভব কিনা তা চিন্তা করে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯. সেসন–জট দূরীকরণে ভর্তির সময় দীর্ঘায়িত না করা এবং অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এদেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীই চায় নিজেকে শিক্ষিত করতে। তার জন্যে প্রয়োজন সুযোগের বিকাশ ঘটান। একজন শিশু শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে নিরক্ষর হয়ে থাকলে তার দায়িত্ব দেশবাসীর।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদঃ লেখক, অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়